দৈনিক
জনকণ্ঠ

02 SEP 2016
তারিখ ... 02 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

সেরা ২০ উদ্ভাবনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টিই জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার

বিশাল জনগোষ্ঠী আর অর্থনীতির ব্যাপকতায় এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত ও চীন এগিয়ে থাকলেও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে উদ্ভাবনী চর্চায় জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে অনেক পিছিয়ে। খবর ওয়েবসাইটের।

সম্প্রতি রয়টার্স এশিয়ার সেরা উদ্ভাবনী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি তালিকা করেছে, যার শীর্ষ দশটিই জাপান ও কোরিয়ার। আর প্রথম ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭টি উত্তর-পূর্ব এশিয়ার এই দু'টি দেশের। বিজ্ঞানের নানা শাখায় উন্নতি, নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনায় নতুন ধারণা নিয়ে কাজ করছে- এশিয়ার এমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়েই এই তালিকা। এশিয়ার সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম নিরীক্ষা করে নয়টি দেশের ৭৫টিকে 'সেরা উদ্ভাবনী বিশ্ববিদ্যালয়' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তালিকায় চীনের ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও মান বিচারে সেগুলো জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার ২০টি করে, অস্ট্রেলিয়ার ছয়টি, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও ভারতের দুটি এবং নিউজিল্যান্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় স্থান পেয়েছে। তালিকার শীর্ষে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার এ্যাডভান্স ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (কেএআইএসটি)। মৌলিক ও প্রভাবশালী গবেষণার জন্য ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথভাবে স্থাপিত হয় এ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কেএআইএসটির গবেষণাপত্রের 'পেটেন্ট'কে গুরুত্ব দেয়। পেটেন্ট হচ্ছে যে কোন উদ্ভাবনের মালিকানা ঠিক করার প্রক্রিয়া- যার মাধ্যমে সরকার কিংবা অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ ওই উদ্ভাবনের আবিষ্কারক, কারা এটি ব্যবহার করতে পারবে, বিক্রি করা যাবে কিনা, কারা কিনতে পারবে- তা নির্ধারণ করে। তালিকায় থাকা উত্তর-পূর্ব এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষকরা তাদের উদ্ভাবনের 'পেটেন্টে'র জন্য সবচেয়ে বেশি আবেদন করেছেন। অর্থাৎ এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মৌলিক গবেষণার চর্চা এশিয়ার অন্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি।